সংবাদ

তারিখ ... 4 JUN 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৪ ...

বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনিয়ম

রাজধানীতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে শাখা ক্যাম্পাসে চলছে সনদ বাণিজ্য

রাকিব উদ্দিন

'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০' অনুযায়ী শাখা ক্যাম্পাস বা দূরশিক্ষণ খোলার কোন নিয়ম নেই। অথচ রাজধানীর অলিগলিতেই শাখা ক্যাম্পাস চালু করে দেদার সনদ বাণিজ্যে লিপ্ত কিছু অসাধু ব্যক্তি। ভাড়া বাড়িতে গড়ে তোলা এসব অবৈধ ক্যাম্পাস অপসারণে একাধিকবার উদ্যোগ নিয়েও ব্যর্থ হয়েছে শিক্ষাপ্রশাসন। দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাইম ইউনিভার্সিটি, দ্য পিপলস ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির নামে শাখা ক্যাম্পাসে চলছে রমরমা শিক্ষাবাণিজ্য। ভর্তি হলেই মিলছে সনদ। এসব নিয়ন্ত্রণের যেন কেউ নেই।

ইউজিসির কর্মকর্তারা অভিযোগ করেছেন, 'বিভিন্ন সময়ে দেশব্যাপী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনহীন শাখা ক্যাম্পাসের তালিকা প্রণয়ন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু তালিকা অনুযায়ী সেগুলোর বিরুদ্ধে কোন আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ফলে সম্প্রতি বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকের মধ্যে শাখা ক্যাম্পাসের নিয়ন্ত্রণ

সনদ : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

সনদ : বাণিজ্য

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নিয়ে বিরোধ চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে'। এক পক্ষ অপর পক্ষের বিরুদ্ধে নিন্দা ও কুৎসা প্রচারণায় লিপ্ত হয়েছে।

জানা যায়, ২০১০ সালের ১৮ আগস্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয়ের এক সভায় 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০' বাস্তবায়ন বিষয়ে দেশের সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আউটার ক্যাম্পাস বন্ধের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে ইউজিসি এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এই দায়িত্ব কেউ পালন করেনি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও এ বিষয়টি ভুলে যায়।

পরবর্তীতে গত বছরের নভেম্বরে দেশব্যাপী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে চলা সব অবৈধ শাখা ক্যাম্পাস বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সব জেলা প্রশাসককে চিঠি দিয়েছিল ইউজিসি। কিন্তু একটি অবৈধ ক্যাম্পাসের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়নি জেলা প্রশাসকরা। গত এক বছরে খোদ রাজধানীতেই শাখা ক্যাম্পাসের নামে উচ্চ শিক্ষা বাণিজ্য বেপরোয়া রূপ নিয়েছে বলে ইউজিসি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

রাজধানীতে অবৈধভাবে শাখা ক্যাম্পাস পরিচালনার বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সদস্য (বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়) প্রফেসর ড. আতফুল হাই শিবলী 'সংবাদ'কে বলেছেন, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের একই কোর্সের এনরোলমেন্ট কার্যক্রম যদি অন্য ক্যাম্পাসে হয় তাহলে সেটা অবৈধ। তিনি বলেন, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাইম ইউনিভার্সিটি রাজধানীতে অবৈধভাবে শাখা ক্যাম্পাস পরিচালনা করছে। সেগুলো বন্ধ করতে ইতোমধ্যেই সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ পাঠানো হয়েছে বলেও তিনি জানান।

ইউজিসি সূত্র জানায়, কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ইউজিসি থেকে অনুমোদন নিয়ে আউটার ক্যাম্পাস চালু করেছিল। পরবর্তীতে সেগুলো নিয়মনীতির তোয়াক্কা করেনি। প্রশাসন একপর্যায়ে ৩টি প্রতিষ্ঠানের কয়েকটি ক্যাম্পাস বন্ধ করলেও সেগুলো এখনও চালু আছে। আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকা ক্যাম্পাসটি (বাড়ি-২৩, রোড-৩, ধানমন্ডি) আদালতে রিট করে পরিচালনা করা হচ্ছিল, কিন্তু আদালত রিট খারিজ করে দিলে উচ্চ আদালতে আপিল করে তা এখন পরিচালনা করা হচ্ছে। লিডিং ইউনিভার্সিটির ঢাকা আউটার ক্যাম্পাস (৮৩ সিদ্ধেশ্বরী) শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির বিরুদ্ধে মামলা করে পরিচালনা করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির চেয়ারম্যান ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা সিএম শফি সামী 'সংবাদ'কে বলেছেন, 'আমরা মনে করি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনবহির্ভূত শাখা ক্যাম্পাস ও আউটার ক্যাম্পাস থাকা উচিত নয়। কারণ এগুলোতে ছাত্রছাত্রীদের মানসম্মত পাঠদান সম্ভব নয়। ফলে শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই ইউজিসি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচিত সব ধরনের অবৈধ শাখা ক্যাম্পাসের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

জানা যায়, প্রাইম ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ গত ৪ এপ্রিল ইউজিসিকে অবহিত করেছেন যে, প্রাইম ইউনিভার্সিটির অননুমোদিত উত্তরা ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। প্রাইম ইউনিভার্সিটির মিরপুরের ক্যাম্পাস (২এ/১, নর্থ ইস্ট অফ দারুস সালাম রোড) সরকার ও কমিশন কর্তৃক একমাত্র অনুমোদিত ক্যাম্পাস। কিন্তু আবুল হোসেন রাজধানীর উত্তরায় প্রাইম ইউনিভার্সিটির নামে একটি অবৈধ ক্যাম্পাস খুলে সার্টিফিকেট বাণিজ্য করছে বলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের জেনারেল সেক্রেটারি মীর শাহাবুদ্দিন 'সংবাদ'কে জানিয়েছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, দারুল ইহসানের এক পক্ষ আদালতের স্থগিতাদেশ নিয়ে সারাদেশে ২৯টি অবৈধ ক্যাম্পাস পরিচালনা করছে। কিন্তু আদালত, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কিংবা ইউজিসির অনুমোদন না নিয়েই কয়েকজন ব্যক্তি দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে দেশব্যাপী আরও ৫৬টি আউটার ক্যাম্পাস অবৈধভাবে পরিচালনা করছে। এরমধ্যে রাজধানীতেই দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে কমপক্ষে ১০/১৫টি অবৈধ ক্যাম্পাস পরিচালিত হচ্ছে।

দি পিপলস ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ-এর নামেও রাজধানীতে কয়েকটি অবৈধ ক্যাম্পাস পরিচালিত হচ্ছে বলে প্রতিষ্ঠানের পরিচালকরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ করেছেন। এছাড়াও বনানীতে অবস্থিত ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির নামে ফার্মগেট এলাকায় একটি অবৈধ ক্যাম্পাস চলছে বলে ইউজিসির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।